International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 667-672
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i4.092

রাজা রামমোহন রায় ও ভারতের উদারনীতিবাদ: একটি পর্যালোচনা

বিশ্বজিৎ দাস
অতিথি শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরেন্দ্রপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 17.06.2025; Accepted: 08.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Liberalism is one of the most important political ideologies of the modern world. John Locke, Adam Smith, J. S. Mill, John Rawls and all other thinkers developed the ideology. These ideologies originated in the 16th and 17th centuries in Western Europe. John Locke is regarded as the father of Liberalism. He argued that the main duty of a liberal state is to protect the three rights of the individual: right to life, liberty and property. So, liberalism is more important to the individuals than the state. These are the core political values of liberalism. However, in the context of Indian political thought, Raja Rammohan Roy was a social reformer, the pioneer of India's Renaissance, the inaugurator of modern India, had provided his liberal political views and said that it was the best ideology for the development and progress of India and its societies. Therefore, he emphasizes freedom of speech and expression, freedom of the press, faith in democracy and constitutionalism, the rule of law, international coexistence, education reform, individual liberty, etc. All these contributions made him a notable liberal political thinker in India.

Keywords: Liberalism, Individual Freedom, Social Reform, Renaissance, Freedom of Speech and expression, Democracy.

ভূমিকা: ভারতীয় নবজাগরণের প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ সালে হুগলি জেলা রাধারমনগর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিস্টল শহরে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাকে ভারতের আধুনিক উদারনীতিবাদের পথিকৃৎও বলা হয়ে থাকে। সংস্কৃত, ইংরেজি, আরবী, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় দক্ষ রামমোহন রায় মাত্র ষোলো বছর বয়সে হিন্দু পৌত্তলিকতার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যা তাকে তার আত্মীয় ও পরিবারের থেকে আলাদা করে দেয়। পরবর্তীকালে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময় ব্রিটিশ কর্মচারী ডিগবির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার ফলে তার কাছ থেকে তিনি ইংরেজি শিক্ষা ও রাষ্ট্রচিন্তার সম্পর্কে পরিচিত হন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি আত্মীয় সভা গড়ে তোলেন এবং পরবর্তীকালে ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী রামমোহনের সঙ্গে রক্ষনশীল হিন্দু ও গোঁড়া খ্রিস্টান পাদ্রী প্রভৃতি ধর্মের মানুষের সঙ্গে বিরোধ বাধে। পাদ্রী উইলিয়াম অ্যাডাম তাকে 'ইউনিটারিয়ান' মিশন স্থাপনে সহায়তা করেন। সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায় তার বিভিন্ন নিবন্ধন, পত্র-পত্রিকায় এদেশে সতীদাহ প্রথা রোধ, নারী শিক্ষা, নারী সম্পত্তির অধিকার, হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করার পাশাপাশি এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তার লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সম্বাদকৌমুদী, মীরাৎ - উল - আখবর প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি স্বনামে ও বেনামে বিভিন্ন ভাষায় তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় যাত্রার পর তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জেরেমি বেন্থাম, হেগেল, উইলিয়াম রসকো, রবার্ট ওয়েন প্রমুখ। এখানেই থাকাকালীন ভারতের ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানি স্বরূপ তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তুলে ধরেন। বিলেত যাত্রার ফলে তিনি সেখানকার স্বাধীন চিন্তার দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হন যে ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের জন্য মঙ্গলজনক মনে করেন এবং ভারতে যাতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে তার জন্য চেষ্টা করেন। আর এর জন্য তিনি ভারতে উদারনৈতিক চিন্তার উপর জোর দেন।

উদারনীতিবাদের ধারণা:

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে গড়ে ওঠা উদারনীতিবাদ বর্তমান বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র তত্ত্ব। ল্যাটিন শব্দ liber থেকে এই 'liberalism' বা উদারনীতিবাদ শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ 'স্বাধীন'[1] । ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সীমিত রাষ্ট্রের দাবি নিয়ে গড়ে ওঠা উদারনীতিবাদের উদ্ভব ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে। পশ্চিমী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ জন লককে আমরা উদারনীতিবাদের জনক হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার সফলতম রাষ্ট্র তত্ত্ব হিসেবে উদারনীতিবাদ নিজেকে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করেছে। তাই এই উদারনীতিবাদকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়, সাবেকি উদারনীতিবাদ, আধুনিক উদারনীতিবাদ ও নয়া উদারনীতিবাদ। উদারনীতিবাদের জনক জন লক তার 'Two Treatises of Government' (1689) গ্রন্থে সীমিত রাষ্ট্রের পাশাপাশি জনগণের তিনটি অধিকারের কথা বলেছেন। এই অধিকার গুলি হল জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার। তার মতে এই তিনটি অধিকার হলো জনগণের কাছে প্রয়োজনীয়, আর রাষ্ট্রের কাজ হল এই অধিকারগুলিকে রক্ষা করা[2] । আবার অ্যাডাম স্মিথ তার 'An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations' (1776) গ্রন্থে অবাধ বাণিজ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিল উদারনীতিবাদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ব্যক্তি স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজন তা নয় সমাজের জন্যও প্রয়োজনীয়। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন, যে আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির সামনে আরও অনেক সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই সময় থেকে সীমিত রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা অগ্রগতি লাভ করে। আবার জন রলস তাঁর 'A Theory of Justice' (1971) গ্রন্থে সমাজিক ন্যায়তত্ত্বের ধারনার মধ্য দিয়ে কোন আইন কতটা গ্রহণযোগ্য, কেনবা আমরা সেই আইন মেনে নেবো তা বিশ্লেষণ করেছেন। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক সংকট এই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণাকে সরিয়ে ১৯৭০-এর দশকে নয়া উদারনীতিবাদের উদ্ভব ঘটে, যারা ব্যক্তি ও বাজারকে গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমিত করার কথা বলে। কারণ তাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে নষ্ট করে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। রবার্ট নোজিক তার 'Anarchy, State and Utopia' (1974) গ্রন্থে জন রলসের সামাজিক ন্যায়বিচার তত্ত্বের সমালোচনা করে নূন্যতম রাষ্ট ধারণার উপর জোর দিয়েছেন। তার মতে ব্যক্তি অ-সামাজিক নয়, সে নিজস্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল। তাই তিনি রাষ্ট্রকে ততটুকু ক্ষমতা দিতে রাজি যতটুকু ব্যক্তি বিকাশে সাহায্য করবে[3] । অতএব নয়া উদারনীতিবাদ সাবেকি উদারনীতিবাদের মত সীমিত রাষ্ট্রের কথা বলার পাশাপাশি বাজার অর্থনীতিকে গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ উদারনীতিবাদ গড়ে ওঠার পর থেকেই আজ পর্যন্ত সমাজের চেয়ে ব্যক্তির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের নাগরিক স্বাধীনতার উপরও জোর দিয়েছে। যেমন- বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার, সভা সমিতি গড়ার স্বাধীনতা ইত্যাদি, যা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

রাজা রামমোহন রায় ও ভারতের উদারনীতিবাদ:

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়কে সেই অর্থে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ বলা যায় না বা অনেক চিন্তাবিদ্ তাকে রাষ্ট্রদার্শনিক হিসাবে মানতে নারাজ। তবুও আমরা তার ধর্মীয় সংস্কার ও সমাজ সংস্কারকমূলক চিন্তার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চিন্তা ও উদারনৈতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি। অর্থাৎ তার রাজনৈতিক চিন্তা সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা সংস্কার ও অর্থনৈতিক চিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীক ভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। তবে রামমোহন রায়ের

[1] Ramaswamy, Sushila, Political Theory Ideas and Concepts, PHI Learning, New Delhi, 2010.

[2] Bhargava, Rajeev and Acharya, Ashok, Political Theory an Introduction, Pearson, Uttar Pradesh, 2018.

[3] Ramaswamy, Sushila, Political Theory Ideas and Concepts, PHI Learning, New Delhi, 2010.

রাজনৈতিক চিন্তা আলোচনা করার আগে অষ্টদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঘোটে যাওয়া কিছু ঘটনা আমাদের আলোচনা করা উচিত যা তার চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে ছিল। এই সময় ইউরোপে দুটি বিপ্লব সংঘটিত হয়, যা মানব সভ্যতাকে এক নতুন দিশা দেখিয়ে ছিল। এর মধ্যে প্রথমটি হল ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), যার ফলে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্য দিকে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার শিল্প বিপ্লবকে এক নতুন রুপ দেয়[4]। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। আর এই বিপ্লব গুলির ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটে ও এক নতুন শ্রেণির উদ্ভব হয় যারা বুর্জোয়া নামে পরিচিত লাভ করে। আলোকায়নের যুগে এই বুর্জোয়ারা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সূচনা করে যাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও বলা যায়। আর রামমোহন রায় ভারতে এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বোধন করতে চেয়েছিলেন। কারন ব্রিটিশ শাসিত ভারতে তখন এক নতুন শ্রেনীর উদ্ভব হয়ে ছিল যারা সামন্তদের থেকে আলাদা। তিনি বিশ্বাস করতেন এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি স্বাধীনচেতা ও উদ্যমী যারা ভবিষ্যতে ভারতের সমাজের মেরুদন্ড হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তাদের এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত হতে দেবে না, তাই তিনি সমাজ শৃঙ্খলের নব নির্মানে উদ্যোগী হন যা তাকে ভারতের সমাজ সংস্কারের দিকে ঠেলে দেয়। এই আলোচনায় আমরা তার সমাজ সংস্কার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করার প্রায়াসী হয়েছি।

ব্রাহ্মণ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও রামমোহন হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার গোড়ামী আচার অনুষ্ঠান পরিবর্তনে প্রয়াসী হন। এক্ষেত্রে তিনি হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি ইসলাম, খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন ও একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তিনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। ১৮২৮ সালে ১৮ই জানুয়ারি এক চিঠিতে তিনি লেখেন

> '...আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে হিন্দুদের বর্তমান ধর্মব্যবস্থা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়। তাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দের স্বার্থেই তাদের ধর্মের পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন...'[5]।

ঈশ্বরের বিশ্বাসী রামমোহনের মতে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন বিরোধ নেই তবে ধর্মকে তিনি জনকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন ধর্মের যে বিষয়গুলি ব্যক্তির সামাজিক স্বাধীনতা খর্ব করে সেই দিকগুলোকে তিনি পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ধর্মকে শাস্ত্র নির্ভরতার পরিবর্তে যুক্তি নির্ভর করে তোলার উপরে জোর দেন। তার মতে সকল ধর্মের মূল আদর্শ হল মানব প্রীতি, সত্যের সন্ধান, ঐক্যবদ্ধতা। তার একেশ্বরবাদী মতবাদ প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে উঁচু নিচু ভেদাভেদ রয়েছে তা মুছে ফেলে এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের সূচনা করা যা ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ রামমোহন ভারতের জাতিভেদ প্রথা মুছে ফেলে এক ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

রামমোহনের স্বাধীনতা বোধ ছিল তার সহজাত প্রবণতা। আর এই স্বাধীনতার মনোভাব সমসাময়িক সময় বিশ্বজুড়ে ঘটে চলা বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন তাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল। যেমন ইংল্যান্ডের রিফর্ম বিল, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রভৃতি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে তিনি উদারবাদী চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে মন্তেস্কু ও বেন্থামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। মন্তেস্কুর ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও আইনের শাসনের ধারণা এবং বেন্থামের হিতবাদী তত্ত্ব (Utilitarian Theory) তাকে গভীর ভাবে প্রবাহিত করে[6]। তবে রামমোহনের রাষ্ট্র তত্ত্বের প্রণালী ছিল আরোহী অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রচিন্তা প্রতিষ্ঠা করেন।

উদারনীতিবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় আর তা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে জনগণের অধিকার স্বীকৃতি হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সীমিত করা দরকার। রামমোহন এক্ষেত্রে জনগণের অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে। তার মতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা নাগরিক অধিকারকে স্বীকৃতি জানায়, তাই তিনি মনে করতেন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা পূর্বতন শাসন ব্যবস্থা থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা করেছে। কারণ মুসলিম শাসনকালে ধর্মাচরণে

---

[4] গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.২৫

[5] চক্রবর্তী, সত্যব্রত, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাবনা, একুশে, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.৭৮

[6]Varma, V. P. Modern Indian Political Thought, Lakshmi Narain Agarwal, UP,2020.

হস্তক্ষেপ, সম্পত্তি লুণ্ঠন, নির্বিচারে হত্যা ইত্যাদি ছিল নিয়মিত ঘটনা। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের ফলে তার ধর্ম, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছে । তবে এখানে তিনি জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের থেকে পৌর অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ এটি ভারতের পৌর সমাজকে (Civil Society) আরও শক্তিশালী করবে এবং পরবর্তীকালে ভারতকে ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্ত করবে[7] ।

উদারনীতিবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকারের। আর এই অধিকার রক্ষা করতে রামমোহন ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর জোর দেন। তাই তিনি ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। লর্ড হেস্টিংস ও লর্ড ওয়েলেসলি এর সময় ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রন শিথিল করা হলে রামমোহন সংবাদ কৌমুদী (১৮২১) ও মিরত- উল- অখ্বর (১৮২২) দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল অ্যাডাম সাময়িক পত্রপত্রিকা প্রকাশের জন্য সরকারের অনুমতি বাধ্যতামূলক করে দিলে রামমোহন এর বিরোধিতা করেন এবং দ্বরকানাথ ঠাকুর সহ কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রথমে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে ও পরে ব্রিটিশ রাজের কাছে স্মারকলিপি পাঠান। কারণ তার মতে সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের সুবিধা অসুবিধা গুলো সরকারের সামনে তুলে ধরতে পারবে এবং কোম্পানির ডিরেক্টরও জানতে পারবে যে আইনগুলি ভারতবাসীর জন্য রচিত হয়েছে তা যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল হচ্ছে কিনা। এর ফলে শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। তবে রামমোহনের জীব্বদ্দশাতে এই বক্তব্যে কর্ণপাত করা না হলেও পরবর্তীকালে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে চার্লস মেটকাফে এই নিয়ন্ত্রণ বিধি বাতিল করে দেন।

উদারনীতিবাদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। কারণ সাংবিধানিক সরকারের কাঠামো বজায় রাখতে গেলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। লড ডাইসির 'Rule of law' এর মতো রামমোহনও ভারতে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। কারণ নিরপেক্ষ আইনি ব্যবস্থা জনগণের অধিকারকে বাস্তবায়িত করবে। তাই তিনি ভারতে প্রচলিত দেওয়ানী ও ফৌজদারি আইনকে কোড আকারের লিপিবদ্ধ করার কথা বলেন। এক্ষেত্রে তিনি বেন্থামের সার্বজনীন আইনের দ্বারা প্রভাবিত হন। তবে বেন্থামের মতো একই আইন সমানভাবে সব জায়গায় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু রামমোহনের মতে কোন দেশের আইন ব্যবস্থা সেই দেশের ঐতিহ্য, রীতি নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তাই প্রত্যেক দেশে আলাদা আলাদা আইনের প্রয়োজন। কারন তার মতে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, দেশের ঐতিহ্য যদি আইন ব্যবস্থায় স্বীকৃতি না পায় মহলে তা দেশবাসীর পক্ষে উপযোগী হবে না। আর এই আইনের শাসন সুনিশ্চিত করার জন্য রামমোহন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর গুরুত্ব দেন। এক্ষেত্রে তিনি মন্তেস্কুর 'The Spirit of Law'(1748) গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হন। তার মতে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা সংস্থা হাতে থাকা উচিত নয়। তবে এর পাশাপাশি ভারতে পৃথক আইনসভা গড়ে তোলারও বিরোধিতা করেন। কারণ তার মতে ভারতে আইনসভা গড়ে উঠলে তা ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিল নিয়ন্ত্রণ করবে এবং স্বৈরাচারী শাসন গড়ে উঠতে পারে। তাছাড়া ব্রিটিশ আইনসভা কর্তৃক রচিত আইন অনেক বেশি আধুনিক হবে। তবে এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে বসে ভারতের জন্য আইন তৈরি করার কিছু অসুবিধা রয়েছেও। সে ক্ষেত্রে তিনি তিনটি সুপারিশ করেন এক-সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান, দুই-শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আনুসন্ধানের জন্য মাঝে মাঝে কমিশন গঠন করা, তিন-বিত্তবান ও বিদ্বানদের পরামর্শ নেওয়া[8] ।

রামমোহন বিচার ব্যবস্থারও সংস্কারের দাবি তোলেন এবং বিচারকদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে গুণগত ও আইনগত মানদণ্ডকে গুরুত্ব দেন। কারণ বিচার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না করা হলে আইনের শাসন কার্যকর করা সম্ভব নয়। এমনি কি তিনি বিচার ব্যবস্থাকে দুর্নীতি মুক্ত করতে জনগণের দ্বারা বিচার ব্যবস্থা তত্ত্বধানের প্রস্তাব করেন এবং ভারতের জুরী প্রথা প্রচলনকে স্বাগত জনান। এছাড়াও রামমোহন উদারনীতিবাদের মতো ভারত জাস্টিস বা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশেষ করে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেন। তার এই উদ্যোগ লক্ষ্য করা

[7] চক্রবর্তী, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাবনা, পৃ.৮১

[8] চক্রবর্তী, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাবনা, পৃ.৮৩

যায় বাংলার কৃষক সমাজের উন্নতিকল্পে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দুর্বল অংশগুলি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও সরকারের মধ্যে খাজনা নির্দিষ্ট করা হলেও কৃষক ও জমিদারের মধ্যে এরকম কোন নির্দিষ্ট খাজনা ছিল, ফলে কৃষকরা দুর্দশা সম্মুখীন হয়। রামমোহন কৃষকদের এই দুর্দশা দূর করার জন্য খাজনার পরিমাণ জমিদারের সঙ্গে কৃষকদের চিরস্থায়ীভাবে নির্ধারণের কথা বলেন এবং খাজনার পরিমাণ কমানোর কথা বলেন এবং রাজস্বের যা ঘাটতি দেখা দেবে তা বিলাস দ্রব্যের উপর শুল্ক বসিয়ে ও উচ্চ বেতনভোগী ইউরোপীয় কালেক্টর এর পরিবর্তে ভারতীয় কালেক্টর নিয়োগের মধ্য দিয়ে পূরণ করার কথা বলেন।

উদারনীতিবাদের অর্থনৈতিক চিন্তার মত রামমোহনও ভারতে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। আর এর জন্য তিনি ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকারের বিরোধিতা করেন এবং ব্রিটেনে ও ভারতের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য সম্প্রসরণের দাবি জানান। কারণ কোম্পানি এর ফলে ভারতের সম্পদকে অবাধে লুণ্ঠন করে যাচ্ছিল। এর জন্য তিনি ভারতে নীলকর সাহেবদের কৃষি জমি কিনবার দাবিকে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি ইউরোপয়দের ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব দেন। কারণ তার মতে এর মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদের উত্তরণ ঘটবে এবং ভারতে শিল্পের বিকাশ ঘটবে[9]। তবে তার এই অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা সমালোচিত হয়েছে।

রামমোহনের শিক্ষা সংস্কারের মধ্যেও তার আধুনিকতার ও উদারনৈতিক চিন্তাভাবনার চাপ লক্ষ্য করা যায়। তার মতে ভারতীয় সমাজকে কুসংস্কার ও প্রচলিত রীতিনীতি প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে ভারতীয়দেরকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা দরকার। তার জন্য তিনি সংস্কৃত পন্ডিত হয়েও ভারতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধিতা করেন এবং ১৮২০ সালের লর্ড আমহার্স্টকে লেখা এক চিঠিতে তিনি ভারতের উদার ও আলোক প্রাপ্ত শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলার কথা বলেন, যেখানে গণিত, দর্শন, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষাদান করা হবে। এর ফলে ভারতীয় সমাজে উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটবে এবং সমাজের দীর্ঘ মেয়াদী রূপান্তরের পথ সুগম হবে[10]।

মূল্যায়ন:

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি রামমোহন ভারতে এক গণতান্ত্রিক সমাজ বিপ্লব গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমী চিন্তা ধারাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে তার চিন্তাধারা সমালোচিত হয়েছে বিশেষ করে ইংরেজদের ভারত শাসন করার যে যুক্তি তিনি দিয়েছিলেন তা রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো অনেক চিন্তাবিদ্ তাকে সমালোচিত করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে রামমোহন 'বিধাতার আশীর্বাদ' বলে স্বাগত জানান। আবার অনেকে মতে তার মধ্যে স্বদেশ প্রেমের কোন কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায় না। আবার বামপন্থী চিন্তাবিদ্গণ তারা অবাধ বাণিজ্য চিন্তাধারাকে সমালোচিত করেছেন। কারণ তাদের মতে এর ফলে ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে।

তবে রামমোহন ভারতের ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনকে মঙ্গল জনক মনে করলেও চিরস্থায়ী মনে করেনি। ফরাসি পর্যটক ভিক্টর ঝাক্মর সঙ্গে কথোপকথনে তিনি বলেন ভারতের পক্ষে আরও বেশ কিছুদিন ইংরেজ শাসনে থাকা প্রয়োজন কারণ যাতে সে যখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে তাকে যেন অনেক কিছু হারাতে না হয়। এছাড়া তিনি ভারতে উদারনীতিবাদী চিন্তা ভাবনা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এমন এক শ্রেণী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যারা পরবর্তীকালে ভারতকে স্বাধীন করবে। এর সঙ্গে সঙ্গে তার পৌর অধিকারের ধারণা বিশেষ করে বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনের শাসন বর্তমান ভারতীয় রাজনীতর মূল চালিকা শক্তি। এছাড়াও তার অবাদ বাণিজ্য নীতি বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ । তাই বর্তমান একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে আমরা তার চিন্তা ভাবনাকে পুনরনির্মাণ করার প্রয়াস চালাতে পারি।

[9] Varma, V. P. Modern Indian Political Thought, Lakshmi Narain Agarwal, Uttar Pradesh,2020.
[10] চক্রবর্তী, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাবনা, পৃ.৮৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Bhargava, Rajeev and Acharya. Ashok, Political Theory an Introduction. Pearson, Uttar Pradesh, 2018.

২. Ramaswamy, Sushila. Political Theory Ideas and Concepts. PHI Learning, New Delhi, 2010.

৩. Pantham, Thomas and Deutsch. Kenneth L. Political Thought in Modern India. Sage Publication, New Delhi, 2015.

৪. Varma, V. P. Modern Indian Political Thought. Lakshmi Narain Agarwal. Uttar Pradesh,2020.

৫. Mehta N. and Chhabra S.P. Modern Indian Political Thought. New Academic Publishing Co.,1976.

৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন। বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ। সুবর্ণরেখা, কলকাতা ২০১৪।

৭. চক্রবর্তী, সত্যব্রত। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাবনা। একুশে, কলকাতা, ২০১৪।